অরোরার সঙ্গীতমুখর

শ্রদ্ধাঞ্জলি

রাধাকৃষ্ণ

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

॥ পরিচালনা ॥
অর্ধেন্দু মুখার্জী

রাধাকৃষ্ণ

॥ সংগীত ॥
রথীন ঘোষ

চিত্রনাট্য : **বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র** ॥ গীতরচনা : **পদাবলী ও হরেকৃষ্ণ মুখার্জী** ॥ চিত্রগ্রহণ : **বিজয় ঘোষ ও দিব্যেন্দু ঘোষ** ॥ শিল্পনির্দেশনা : **সত্যেন রায়চৌধুরী** ॥ নৃত্য পরিচালনা : **অমর গুপ্ত** ॥ সম্পাদনা : **বিশ্বনাথ মিত্র** ॥ শব্দগ্রহণ : **সমর বসু** ॥ প্রধান কর্মসচিব : **সরোজেন্দ্রনাথ মিত্র** ॥ রূপসজ্জা : **প্রমথ চন্দ্র** ॥ চিত্র পরিস্ফুটনা : **অনিল মুখার্জী** ॥ প্রচার উপদেষ্টা : **শ্রীপঞ্চানন** ॥ প্রচার সচিব : **নিতাই দত্ত** ॥ বিশেষ কারুকার্য : প্রহ্লাদ দাস ॥ স্থির চিত্রগ্রহণ : কোয়ালিটি ফটো সার্ভিস ॥ পরিচয় লিখন ও প্রচার অঙ্কন : আর্টিস্টস্ কনসার্ন ॥ দৃশ্যাঙ্কন : গঙ্গা ; শম্ভু ॥ বুমম্যান : বিজয় সরকার ॥ আলোক নিয়ন্ত্রণ : ধীরেন দাস ; দেবু মণ্ডল ; সুশীল চক্রবর্তী ; চৈতন্য নায়ক ; লক্ষ্মী গোস্বামী ; জগু ॥ বেশকার : বঙ্কিম ॥

॥ **সহকারীবৃন্দ** ॥ পরিচালনায় : বিবেক বক্সী, শ্রীপতি চৌধুরী ॥ সংগীত পরিচালনায় : শিবনাথ মুখার্জী ও মানস মুখার্জী ॥ চিত্রগ্রহণে : অমর বসু ॥ শব্দগ্রহণে : অমর ব্যানার্জী ॥ সম্পাদনায় : প্রণব ঘোষ ॥ রূপসজ্জায় : বটু গাঙ্গুলী ॥ দৃশ্যসজ্জায় : রবি ঘোষ, প্রফুল্ল মল্লিক ॥ পরিস্ফুটনায় : নীলাদ্রি বসু, অসীম গাঙ্গুলী ॥ ব্যবস্থাপনায় : প্রভাত, ধ্রুব, কমল, হরিপদ ॥

॥ **নেপথ্য কণ্ঠসংগীত** ॥ ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ; মানবেন্দ্র মুখার্জী ; সতীনাথ মুখার্জী পান্নালাল ভট্টাচার্য ; প্রতিমা ব্যানার্জী : উৎপলা সেন ; গায়ত্রী মুখার্জী (বসু) ; মাধুরী চ্যাটার্জী ; শুক্লা ; শ্রদ্ধা ; সুমিত্রা ; তারা ; মানস মুখার্জী ॥

॥ চরিত্রচিত্রণে ॥

শ্রীকৃষ্ণ : **উত্তর ব্যানার্জী**। শ্রীরাধিকা : **নবাগতা সঞ্চিতা ব্যানার্জী** **অসিতবরণ। বিরেশ্বর সেন। রেণুকা রায়। কেতকী দত্ত। অর্পনা দেবী : শীলা পাল।** নবাগতা **প্রতিমা চক্রবর্তী। রমা দাস। সমর-কুমার। দ্বিজু ভাওয়াল। শ্রীপতি চৌধুরী।** চন্দ্রশেখর রায়। করুণ ব্যানর্জী। মিন্টু চক্রবর্তী। সন্দীপ দাস। প্রণব ব্যানার্জী। শান্তিগোপাল। সুনীত মুখার্জী। সুবীরা রায়। জয়শ্রী চক্রবর্তী। গীতা গুপ্তা। বেবী গুপ্তা। বিচিত্রা। সুনীতা। স্বাগতা। সবিতা। অপরাজিতা। রুবী। সবিতা। বীণা। ডলি। মল্লিকা। সুনীতি। সীমা। বিশু ও আরও শতাধিক শিল্পী।

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রীঅমর রায় (গ্লোব নার্শারী) ॥

একমাত্র পরিবেশক : অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন প্রাঃ লিঃ

১২৫ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

কাহিনী

কি ? কালীয় সাপের ভয়ে গোকুল ছেড়ে চলে যেতে হবে ! গর্জে ওঠেন বৃন্দাবনলীলায় উৎসবমত্ত নবরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—ঝাঁপিয়ে পড়েন কালীদহে। সমস্ত ব্রজপুরী নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে প্রত্যক্ষ করছে কালীয়দমন। আয়ান-ঘরণী রাধারাণী, তিনিও দেখলেন সেই শ্যামরূপ যা সবসময় তাঁর চিত্তে বিহার করে। শ্রীকৃষ্ণও দেখলেন তাঁর হ্লাদিনী শক্তিকে দু'চোখ ভরে। মিলনের আকাঙ্ক্ষায় নায়ক নায়িকা। সখী বৃন্দাদূতী এসে দুজনের মিলন ঘটায়। চন্দ্রাবলী অপেক্ষা করে থাকে—একটি রাতের অভিসারের আশায়। ছলে, কৌশলে কৃষ্ণকে ধরে আনে। ব্যাকুলা শ্রীরাধা ও অষ্টসখী—কোথা কৃষ্ণ কোথা সেই শ্যামলসুন্দর। ভোরের আলোয় কৃষ্ণকে ফিরিয়ে দেন অভিমানিনী রাই। ললিতা ধরে আনে দয়িতকে দয়িতার কাছে। অপরাধী শ্রীকৃষ্ণ বলেন—দেহি পদপল্লবমুদারম্। রাধারাণী বুকে তুলে নেন সেই পরম নিধি।

ব্রজবাসী নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে কুৎসা গেয়ে বেড়ায়। পরমভক্ত আয়ান বিশ্বাস করে না—বিশ্বাস করেন না মা যশোদা—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি এই কলঙ্কমোচন করবেন না ? রাধারাণী কি পাবেন না তাঁর যোগ্য মর্যাদা ?

গান

(১)

নারায়ণের স্তোত্র

সমবেত কণ্ঠে

শ্রিতকমলা কুচমণ্ডল ধৃতকুন্তল কলিতললিত
বনমাল।
জয় জয় দেব হরে ॥
দিনমণি মণ্ডল মণ্ডন ভবখণ্ডন মুনিজন
মানসহংস।
জয় জয় দেব হরে ॥
কালিয় বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন যদুকুল নলিন-
দিনেশ।
জয় জয় দেব হরে ॥
মধুমুরনরক বিনাশন গরুড়াসন সুরকুল
কেলিনিদান।
জয় জয় দেব হরে ॥
অমলকমলদললোচন ভবমোচন ত্রিভুবন-
ভবন নিধান।
জয় জয় দেব হরে ॥
জনক সুতাকৃত ভূষণ জিতদূষণ সমরশমিত
দশকণ্ঠ।
জয় জয় দেব হরে ॥
অভিনব জলধর সুন্দর ধৃতমন্দর
শ্রীমুখচন্দ্র চকোর ॥
জয় জয় দেব হরে ॥

—শ্রীজয়দেব গোস্বামী

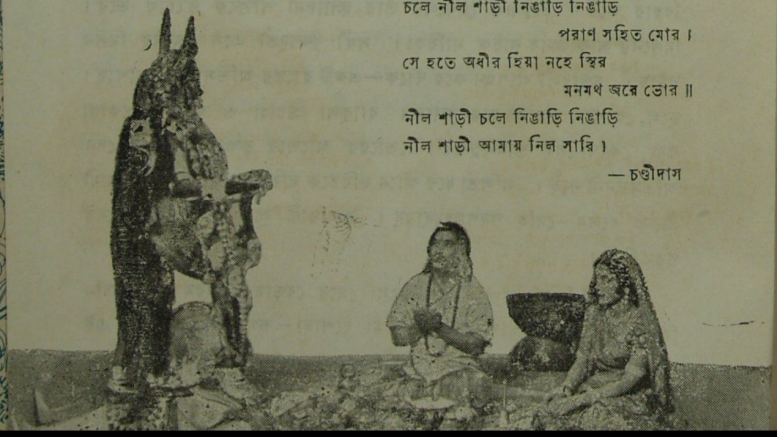

(২)

কীর্ত্তনীয়ার গান

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

রাধার একী হ'ল
নয়নক নীর থির নাহি বান্ধই
ঘন ঘন মোছয়ে তায়।
(রাধা) সচকিত লোচনে জলদ নেহারই
পুন দুই কর বাঢ়ায় ॥
(যে কারে ডাকে উভরায়)
(বাদলে আঁখিযুগ ছায়)
(সজল নয়ান আকুল প্রাণে)
(দুহাত বাড়ায় জলদ পানে)
(চাইছে কারে কেবা জানে)
খেনে ঘর বাহির করত নিরন্তর খেনেখেনে
দশদিশ হেরি।
ময়ুর-ময়ুরীগণে হাসি বোলায়ত
কণ্ঠ হেরত ফেরি ফেরি ॥
(ময়ুরে ডাকি)
(তার কণ্ঠ দেখি), (পলক হারায় আঁখি)
কদম্ব কানন নেহারই পুন পুন তেজত
সঘন নিশাস।
অবনত আননে বৈঠত নিরজনে রাইক
মন উদাস ॥

—গোবিন্দদাস

(৩)

কৃষ্ণের গান

পান্নালাল ভট্টাচার্য্য

চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সে হতে অধীর হিয়া নহে স্থির
মনমথ জ্বরে ভোর ॥
নীল শাড়ী চলে নিঙাড়ি নিঙাড়ি
নীল শাড়ী আমায় নিল সারি।

— চণ্ডীদাস

(৪)

বৃন্দার গান

উৎপলা সেন

কি কথা কহিছ ওহে নাগর শ্যাম।
কি কোথা দেখেছ কি অনুপাম ॥
এই যে দু'টি সখা মিলেছ
কি কোথা দেখেছ
কারে দেখে ভুলেছ ?
কি হ'ল,
কি কথা কহিছ নাগর রাজ।
আমারে কহ না মনের কাজ ॥
বুঝি ধেনু চরাবে, ক্ষেতের ফসল খাওয়াবে,
তার সব নাশিবে।
ধন নাহি মিলে, যথা তথা সিঁদ দিলে,
সন্ধানী নইলে।
সখা অনুগত হও, সখী কৃপা ভিক্ষা লও,
যদি রতন পেতে চাও।
মনের মরম কহিবা যবে।
বেদন বাঁটিয়া লইব তবে ॥
কর মোরে নিবেদন,
ক'রে দেব নিবেদন
কেন ভাব অকারণ ?
জয় রাধে গোবিন্দ রাধে—যদুনন্দন দাস

(৫)

কৃষ্ণের গান

পান্নালাল ভট্টাচার্য্য

যব গোধূলি সময় বেলি ধনী মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধর বিজুরী রেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি
আহা রূপের ছটায় বিজুলী ঝলে
সেই নীলাম্বর ভেদী উছলে
গোধুলি ধুসর সন্ধ্যাকালে।
ধনী অলপ বয়সী বালা জনুগ াথুনী পুহপমালা
থোরিদরশনে আশা না মিটল বাড়ল মদন জ্বালা
রতনু যেন ফুলের মালা
অন্তর আমার হ'ল আলা
বাড়িল তিয়াস গেল না জ্বালা।
গোরী কলেবর নুনা জনু আঁচরে উজরসোনা
কেশরী জিনি মাঝারি খিনি দুলহ
নয়ন কোণা ॥
ঈষৎ হাসনি সনে মঝে হাসল নয়ন বাণে
সেদিন হইতে সে ধনী আসিয়া
আসন পেতেছে মনে ॥
মদনের বাণ করেছে ক্ষেপণ
মৃদুল হাসির মদির নয়ন
মোর তনুমন করেছে হরণ ॥—বিদ্যাপতি

(৬)

কৃষ্ণের গান

পান্নালাল ভট্টাচার্য্য

রাধে, একি অভিমান।
হে কিশোরি কথা কও
অভিমান কোরো না।
মুখ ফিরায়ো না।
বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
কথা কও কথা কও
প্রাণ মন শ্রবণ জুড়াও
হরতিদর তিমিরমতিঘোরম ॥ (রাধে)
স্মরগরল খণ্ডনং মমশিরসি মণ্ডনং
দেহিপদপল্লবমুদারম।
সখি তোমার শিরোভূষণ
ঐ যে তোমার রাতুল চরণ
দাও শিরে করি ধারণ।

—শ্রীজয়দেব গোস্বামী

॥ শ্রীরাধিকা ঃ সঞ্চিতা ব্যানার্জী ॥

॥ শ্রীকৃষ্ণ ঃ উত্তর ব্যানার্জী ॥

(৭)

কীর্তনীয়ার গান

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মেঘ যামিনী চললি কামিনী
পহিরি নীল নিচোল রে।
সঙ্গে নায়ক কুসুম শায়ক
ছোড়ি মন্দির লোল রে॥
নুপুর নাহি পায়
কিশোরী পথে যায়
মদনে করি সহায়।
গুরুয়া কুচভরে চল উলটপদ
পীন জঘনক ভার রে।
হেরি দামিনী ফটিক তরুশানি
চমকি ধরুধনী তারে রে॥
দামিনী হেরি
তরু মনে করি
লয় ছুঁকরে ধরি।
দেখি ফণীমণি দীপ জলু জানি
বাম করে দেই ঝাঁপিয়ে।
জানি যুবতী এহি ফণীপতি
সঘনে তনু ওঠে কাঁপিয়ে॥
জানিয়া বিষধর,
ধনীর অন্তর
কাঁপে থর থর।

—বিদ্যাপতি

(৮)

চন্দ্রাবলীর ও কৃষ্ণ

প্রতিমা বন্দ্যোঃ পান্নালাল ভট্টাঃ

চন্দ্রা :—এই পথে নিতি কর গতাগতি
নুপুরের ধ্বনি শুনি।
রাধা সনে বাস আমারে নৈরাশ
আমি বঞ্চি একাকিনী॥
ছাড়িব না তোমায় হরি
নিতি যাও বঞ্চনা করি।
কৃষ্ণ :- আজি ছাড়ি দেহ মোরে।
শ্রীদাম ডাকিছে যাব তার কাছে
কহি ধনী কর-জোড়ে।
চন্দ্রা :—ছাড়িয়া নাহি ক দিব।
হিয়ার মাঝারে রাখিব তোমারে
সদাই দেখিতে পাব।
এসো ঘনশ্যাম।
কৃষ্ণ : -ডাকিছে শ্রীদাম
চন্দ্রা :—মিছে বোলো না
কৃষ্ণ :—করিনি ছলনা
চন্দ্রা :—ভুলায়ো না
কৃষ্ণ :—তুমি যে আমার আমি যে তোমার
বিবাদে কি কাজ আছে ?
চন্দ্রা :—কে বলে আমার তুমি সে রাধার
চলেছ তাহার কাছে ?
কৃষ্ণ :—না না না—দাদা বলরাম করে
অন্বেষণ।
চন্দ্রা :—পুন কেন মিছা কও অকারণ,
মদনমোহন, তুমি যে রাধার নাথ
তব জারিজুরি ভাঙিব মুরারী
রাখিব আপন সাথ॥

—চণ্ডীদাস

(৯)

চন্দ্রাবলী ও রাধার গান

প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়
মাধুরী চাট্টোপাধ্যায়

চন্দ্রাবলী :—বড় শুভক্ষণে তোমা হেন ধনে
বিধি মিলাওল আনি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে অধিক
বলিয়া মানি॥
রাধা :—বঁধুর লাগিয়া সেজ বিছাইনু
গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজিনু দীপ উজারনু
মন্দির হইল আলা॥
আসবে বলে শ্যাম নটবর
সযতনে সাজানু বাসর
পথ চেয়ে সই হলাম কাতর।
চন্দ্রা :—বাসর সাজায়ে নিতি বসে থাকি
তব পথ পানে চেয়ে
চির বঞ্চিতা আমি অভাগিনী
ধন্যা তোমারে পেয়ে॥
প্রাণ ভরে আজ করব যতন
সাজাইব মনের মতন
সফল হবে আমার জীবন।
রাধা :—সই এমন হবে কি আর ?
(এমন বাদল রাতি কি বিফল হবে)
সো, হেন নাগর গুণের সাগর
কাহে না মিলল কান॥
নিমেষে মোর যুগ ব'য়ে যায়
কই বঁধু মোর এলো না হায়
রইব কত আশায় আশায় ?

—চণ্ডীদাস

(১০)

আয়ানের গান

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

মাগো মা—জয় মা যোগিনী যোগমায়া
জ্বলি মা ত্রিতাপ তাপে
দেহ তব পদছায়া।
বিষম সংসার ভীষণ পারাবার
নয়নে নাহি হেরি কোথায় কুল তার
নামের তরী বেয়ে লহ মা পরপার
জননী যোগেশ জায়া।
করিয়া আরাধন ভকত সাধুজন
শুনেছি পায় মাগো তোমার শ্রীচরণ
পূজন নাহি জানি সাধন নাহি মোর
করুণাময়ী শুধু ভরসা কৃপা তোর
করি মা দরশন করে এ প্রণমন
অভয়া জুড়াবে কায়া।

—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(১১)

কীর্তনীয়া ও ললিতার গান

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

কীর্তনীয়া :—
গত নিশি অর্ধযাম কুঞ্জে না হেরি শ্যাম
রাধিকা হৈল বিষাদিতা।
হেথায় রজনী ভোর রে আলসে
শ্যামের কোরে
চন্দ্রা বিলাস সোহাগে উলসিতা।
মদনমোহন ছিল মাতিয়া
কখন পোহাল রাতিয়া।
চন্দ্রাবলী রতি ছরমে ঘুমায়ল (রে)
কোকিলা কুহরে নিশিভোর
ঐছন সময়ে চতুর বর নাগর হে
ভেজল তাকর কোর
চন্দন চরচিত সবহু কলেবর রে
নীল বসন পরিধান।
জাগরণে অরুণিম লোচন ঢুলু ঢুলু (রে)
(শ্যাম ঘুমঘোরে আঁখি মেলতে
নারে রে)
দৃগদলি আওত কান।
দূরে হেরি সুন্দরী ভরমহি বৈঠল রে
হলধর আওল জানি রে।
ললিতা :—আসুন আসুন আসুন
আসতে আজ্ঞা হয়, আসুন আসুন আসুন।
উহুঁ ঐখানেই,
কুঞ্জে উঠবেন না, ঐখানেই বসুন।
আঙিনায় ঐ আসনে বসুন।
কুঞ্জে উঠবেন না ঐখানেই থাকুন।
কীর্তনীয়া :—যবতহি বৈঠলকান।
কয়ে কর জোড়ি
(শ্যামকে রাই চিনতে নারল)
গলে অম্বর ধরিরে ভরমে করল
পরণাম॥
ললিতা :—না, না, ছুঁয়ে বসবেন না
আশীর্বাদ করুণ, কিন্তু ছুঁয়ে
বসবেন না
এমব প্রণাম আর পাবেন না
আশিষ করুন কিন্তু ছুঁয়ে
বসবেন না।

—মনোহর দাস

॥ বৃন্দাদূতী : শীলা পাল ॥

॥ চন্দ্রাবলী : প্রতিমা চক্রবর্তী ॥

(১২)

ললিতা ও সখীগণের গান

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমবেত

মান করেছিস বেশ করেছিস—যা যা যা যা
হ'ল কি হবে কি হয়েছে কি ?
কলহে কেন কাঁদিল ?
বৈঠি বিরম নিজ ভবনে—মানের মঞ্চোপরি
কে কাঁদে লো মান করি—হাসবে যত
ব্রজের নারী।
মান কে না করে ?
মান বিনা নারীর আছে কি ধন
ভুলাতে প্রিয় দয়িতের মন।
তোর চরণ ছেড়ে যাবে কোথায় ?
সো কাঁহা যাওয়ব আপনি আওয়ব
পুণহি লুটাব তুয়া চরণে—তেমনি তেমনি
করে
ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে।
যাক না কেন কোথায় যাবে
এমন আশ্রয় কোথায় পাবে ?
পুন এসে তোর পায়ে লোটাবে।
ও মানিনী রাধারাণী
ভাবিস্ নে শ্যাম মনমোহিনী।

—চন্দ্রশেখর

(১৩)

ললিতা ও সখীগণ

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমবেত

ললিতা :—
প্রেম কারিকর মোরা যত সখীগণ
ভাঙিলে গড়িতে পারি পিরীতি রতন
প্রেম নুতন করি—গ'ড়ে ভাঙি
ভেঙে গড়ি

সখীগণ :
এই তো মোদের কারিগরি,
গ'ড়ে ভাঙি ভেঙে গড়ি
প্রেম নুতন করি।
ললিতা :—
শুন মোর কথা ধনী কাঁদিও না আর
আনিতে চলিনু আমি বঁধুয়া তোমার ॥
সখীগণ :—
মুছে ফেল অশ্রুধার
ললিতা :—
খুঁজিতে চলিনু তায়
কোথা কাঁদে শ্যামরায়
পুন এসে ধরবে পায়

—গোবিন্দদাস

(১৪)

কীর্তনীয়ার গান

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্যাম কুণ্ড মদন কুঞ্জ রাধা কুণ্ড তীরে।
দ্বাদশ বন হেরত সঘন শৈলহু কিনারে
যাহা ধেনু করতহি রব তাহা চলত জোরে
শ্রীদাম সুদাম মধুমঙ্গল দেখত বলবীরে ॥
যমুনা কুলে নীপহু মুলে পড়িরহু বনওয়ার ॥
শ্যাম কিশোর ধুলি ধুসর জাত
প্যারী প্যারা।

—শশীশেখর

(১৫)

কীর্তনীয়া ও কৃষ্ণের গান

মানবেন্দ্র মুখোঃ, পান্নালাল ভট্টাঃ

কীর্তনীয়া :—
দূরে নাগর হেরী চতুরা সহচরী
ঠমকি ঠমকি চলি যায়।
নূপুর বাজয়ে বাজায়ে
ঝম ঝম ঝম ঝম
রুণু ঝুনু—রুণু ঝুনু
শ্যামকে শোনায়ে
মনে আশা জাগায়ে ॥
ধুলি লুটায়ত কান—
সহচরীগমন হেরইতে তৈখন
হৃদয়ে করত অনুমান ॥
কৃষ্ণ :—ললিতা যায় না ?
তবে কি আমায় নিতে এসেছে ?
ললিতারে তাই পাঠায়েছে ;
তবে কি রাধার মান গেছে ?
কীর্তনীয়া :—
চটপটি উঠে পড়ি গায়ে ধুলা ঝাড়ি
ইতি উচিত চাহত কানাই।
কৃষ্ণ :—হেই মা – দেখলে নাকি ?
ধূলায় পড়ে কাঁদছি,
গায়ের ধুলা ঝাড়ছি।
এ তো বাতাসে লেগেছে—
(গায়ে ধুলো)
ধূলা উড়ে এসেছে
তাই ধূলি ধূসর করেছে।
ললিতা সজনি, হাম রাই কিঙ্কর
করুণা করিয়া আব আহ।
কহি দুই কর জোড়ি এক নিবেদন
শুনি তবে আন কাজে যাহ ॥
আমি রাইকিঙ্কর
তোমাদের সহচর
শ্যাম কলেবর।

—মনোহর দাস

(১৬)

আয়াণের গান

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

বন্দে ত্রিলোকতারিণী
নমি কালভয়হারিণী
এ কী প্রশান্ত মুরতি তোমার
সৌম্যা কমলনয়নী।
কালিকা কলুষহারিণী।
ত্বং হি তারা ত্রিগুণধারিণী
কালিকা মহাকাল-হৃদিবিহারিণী
তুমি দক্ষিণা দিব্যাতুমি মা
অঙ্গে ঝলাকছে দামিনী।
বামা বামদেব ভামিনী
সৃষ্টি-স্থিতি লয়কারিণী
বন্দে ত্রিলোকতারিণী।

—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(১৭)

কীর্তনীয়ার গান

সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

রাধা রমণীমণি
গাগরী কাঁখে চলেছে ধনী।
হৃদি মোর অবিরাম
জুড়ে আছ তুমি শ্যাম
গাগরীতে গুণধাম এসো আপনি।
তুমি কাণ্ডারী বঁধু তুমি তরনী।
গিয়ে যমুনার তীরে শ্যাম হেরী নদীনীরে
কলসী ভরিল ধীরে অমনি :
ধরিরা মোহন সাজ বিরাজে নাগরাজ
হেরিল কলসী মাঝে মৃগনয়নী,
ছলাৎ ছলাৎ ছল উঠিল ধ্বনি।
গাগরী টলমল ভাবে হৃদি চলচল
নয়নে উছলে জল ভাসে অবনী।
শ্যাম গরবিনী কানু-মন বিমোহিনী ॥

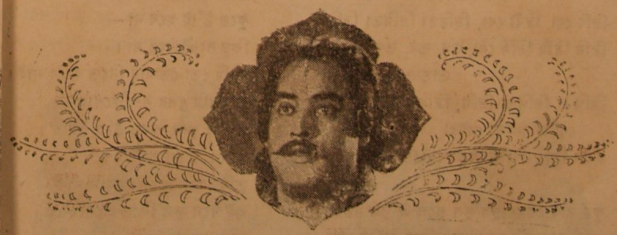

॥ আয়ান ঘোষ : অসিতবরণ ॥

নিন্দা রটাতো যারা ভরা ঘট দেখি তারা
বলে তুমি এলে তারা হরঘরণী।
তুমি দেবী দয়া করে গোকুল কুশলতরে
এসেছ আয়ান ঘরে হেমবরণী।।
জয় বৃষভান্ কন্যা সকলে কহিছে ধন্যা
ব্রজে তুমি অনন্যা কুল-পাবনী
নারীমুকুটমণি রাধা সতীসীমন্তিনী ।।
—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(১৮)

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সমবেত

কালাচাঁদ চাঁদ চাঁদ চাঁদের বামে
চাঁদবদনী দাঁড়াল।
হেমবরণী রাই কানিয়া নাগর কালোজলে
ভাসল যেন সোনার কমল। (আহা)
তা তাতা তাতাতাতা, তাতাতাতা তাতা,
তাতাতা থোথোথো ধো ধো ধো ধেইয়া
রাধা ধেইয়া কৃষ্ণ ধেইয়া রাধাকৃষ্ণ ধেইয়া
ধেইয়া—ধেইয়া—ধেইয়া
হেররে নয়ন মিলন রঙ্গ দোঁহে হেলাহেলি
দোঁহার অঙ্গ
মিলিয়াছে রাধাকৃষ্ণ সঙ্গ কিবা সে মিলন
চাতুরী
কিবা অপরূপ মোহন ঠাম জলধরে যেন
বিজরী দাম ।।
শোভিতেছে গোরী শামবাম মরি কী যুগল
মাধুরী ।।

ধেয়াও ধেয়াও রাধকৃষ্ণ
শ্যাম-শিরে মোহন চূড়া রাই-শিরে বেণী
আধ গলে গজমোতিহার আধ বনমালা—
আহা করল আলা
আধ গৌরাঙ্গ ভেল আধ চিকন কালা
আমার চাঁদবদনী দাঁড়াল ।।
দ্রিমি ধো, দ্রিমী ধো, দ্রিমিতা দ্রিমিতা দ্রিমি
দ্রিমি দ্রিমি দ্রিমি ধো, তথ্ তথ্ তথ্ তথ্,
তাতাতাতা থৈয়া
দ্রিগিতা দ্রিগিতা দ্রিগি, দ্রিগি ধেইয়া
ধেইয়া ধেইয়া ধেইয়া
নন্দন জিনি শোভা অতুল সৌরভে সবে করি
আকুল
কুঞ্জ মাঝারে দোদুল দুল দুলে ঐ দুল মঞ্জরী।
করে গান তুলি মধুর তান, মিলে মূর্ছনা তাল
মান
নাচে সখীগণ উছল প্রাণ পদে মঞ্জীর গুঞ্জরে।।
ধেয়াও ধেয়াও রাধাকৃষ্ণ
কাঁচে বেড়া কাঞ্চন কাঞ্চন বেড়া কাঁচে।
রাধা শ্যামের দুহুঁ তনু এক হয়ে গেছে ।।
(আহা মিলিয়াছে)
দুই অধরে এক মুরালী এমনি বাঁশী সাধা
(কৃষ্ণরাধা)
রাধার ফুঁকে শ্যামকে ডাকে শ্যামের ফুঁকে
রাধা ।।
দ্রিমিদাং তুগধাং, দ্রিমিদাং গুড়্দাং কিটধাং
তুগধাং
কি খেরে কি খেরে গিঘেরে গিঘেরে ঝম্ ঝম্
ঝম্ ঝম্ ঝুমরি ঝুমরি
রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধা রাধা ।
মধুর এ নাম ঘুচাক সবার মনোমালিন্য সব
বাধা ।
ধেয়াও ধেয়াও রাধাকৃষ্ণ ।।
বন্দে রাধাকৃষ্ণ চরণং
বন্দে মাধব নন্দকুমারম্
বন্দে রাধা করুণা অপারম্ ।।
পদ—জ্ঞানদাস ।। প্রবন্ধ- হরেকৃষ্ণ মুখো
বোল সংযোজনা—রথীন ঘোষ

(১৯)

ললিতা ও কৃষ্ণের গান

প্রতিমা বন্দ্যোঃ, পান্নালাল ভট্টাঃ

ললিতা ঃ—রাইকিঙ্কর ?
কিং করোসি হরি
হেথায় ধুলায় পড়ি ?
রাধার চরণ পূজা না করি ?
তোমায় সঙ্গে কথা কইলে
আমায় সখীমাঝে লবে না
তারা কথা কবে না,
কুঞ্জে ঠাঁই হবে না—
কিছু বাকী রবে না।
আমি তো তোমায় নিতে আসি নাই।
ও ধুলায় ধুসর নন্দকিশোর—
গায়ের ধুলা ঝেড়ে উঠছ কিহে।
হ্যাদে ও চন্দ্রাবলীরমণ
তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাক,
এই বনে ফুল নিতে এসেছি হে
মনে ভেবেছ কিহে ?
তোমায় নিতে আসি নাই

কৃষ্ণ ঃ—ফুল নিতে ? ললিত—
এই তো ধরা পড়িলে
ফুল কোথা ফুল নিতে এলে
কেন মিছা বলিলে ?
ললিতাঃ—কৃষ্ণকলি ফুল নিতে এসেছিহে—
মিছা কথা বলি নাই।
কৃষ্ণ ঃ—না হয়, আমায় লয়েই চল না
কৃষ্ণকলি ফুল বলি
রাধাপদে দিবে ডালি।
ললিতা :—ধুলায় পড়া ফুলে হবে না
রাই মান রাজার ক'রবে পূজা
রাই হয়েছে দশভুজা
মান রাজার করবে পূজা
বাসি ফুলে হবে না।

(২০)

আয়ানের গান

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

তোমায় চিনতে কে পারে ?
ওমা তেমনি থাকে সেজন
যেমন রাখো যারে।
মাগো তোমার সংসারে
ও মা কালী ও মা তারা।
জননী ভগিনী দারা কন্যারূপ ধরে
জানি না মা কেমন ভাবে থাক কার ঘরে
ডাকিলে আস না কভু
না ডাকিলে আস তবু, মাগো।
কারো থ কমনের মাঝে, কারো দুয়ারে।
মা গো, মা—
স্তুতি নিন্দা মান অপমান তুমিই সবই দাও
ধর্মে কারো রাখো মতি কারে বা ভাসাও
কেউ বা লাজে হয় মা সারা
কারেও কর লজ্জাহারা
তুমি আপনি কিনে আপনি বিকাও
ভাবের বাজারে ।।
—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(২১)

নামগান

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সমবেত

বন্দে রাধাকৃষ্ণ চরণং
হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধো জগৎপতে
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোস্তুতে
নমো তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গীং
রাধা-বৃন্দাবনেশ্বরাং
বৃষভানুসুতাং দেবীং ত্বাং নমামি হরিপ্রিয়াম।।
পরমানন্দক অতিশয় ললিতং
ব্রজ যুবতীকুল নন্দিত চরিতং
ভক্ত জনানাং কেবল শরণাং
বন্দে রাধা-কৃষ্ণ চরণং ।।
নিন্দিত শশ-ধর নিরূপন নখরং
হৃদগত তিমির বিনাশক শিখরং
বন্দে রাধা কৃষ্ণ চরণং ।।
—রাধামোহন ঠাকুর

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন
প্রাঃ লিঃ এর সশ্রদ্ধ নিবেদন

রাজা রামমোহন

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা **বিজয় বসু**
সঙ্গীত · **রবীন চ্যাটার্জী**

নাম ভূমিকায়
বসন্ত চৌধুরী

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন প্রাঃ লি, ১২৫, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রচার সচিব নিতাই দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও সুমুদ্রণ, ১০৪ অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচার পরিকল্পনা : শ্রীপঞ্চানন